সংবাদ

তারিখ 24 AUG 2012
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৫

কারিগরি শিক্ষা অর্থনীতির চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণই জাতীয় অর্থনীতির চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারে। কারিগরি শিক্ষার যাদুর পরশে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীসহ আমাদের নতুন প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর, আইএলও ও ইউনেস্কো'র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

কর্মশালায় কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শাজাহান মিয়ার সভাপতিত্বে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব মিকাইল শিপার, বাংলাদেশে আইএলও পরিচালক গণন রাজভাণ্ডারি, টিভিইটি রিফর্ম প্রজেক্টের চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার আর্থার আর্ল শিয়ার্স প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান ১৪ কোটি ২৩ লাখ জনসংখ্যার এদেশ ২০৩০ সালে ১৮ কোটি মানুষের দেশে পরিণত হবে। খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সব ক্ষেত্রেই সংকট ঘনীভূত হতে বাধ্য। বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী জনশক্তির ৭৫ ভাগই অদক্ষ। এদের দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে পারলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন কমপক্ষে তিনগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। ২০১১ সালে বৈদেশিক কর্মসংস্থান থেকে আয়ের পরিমাণ ১২ বিলিয়ন ডলারের বেশি।

তিনি বলেন, জাতিসংঘের এক জরিপে দেখানো হয়েছে- যদি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব হয়, তাহলে ২০৩০ সাল হবে বাংলাদেশের জন্য অপার সম্ভাবনার বছর। সে বছর আমাদের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ থাকবে কর্মক্ষম আর বাকি এক তৃতীয়াংশ শিশু ও বৃদ্ধ। জাপানে এ রকম সুসময় এসেছে ১৯৭০ সালে, কোরিয়াতে ২০০০ সালে। ভারত ও ইন্দোনেশিয়াতে এ সুসময় আসবে ২০২০ সালে। তিনি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী করার জন্য ঢেলে সাজানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।